যুগান্তর

তারিখ 02 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষায় অদ্ভুত অবস্থা

জোড়াতালি দিয়ে ৪ বছর ধরে সৃজনশীল পদ্ধতি

মুসতাক আহমদ

পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই শিক্ষকদের। তবুও তারা পড়াচ্ছেন। প্রণয়ন করছেন প্রশ্নপত্র। উত্তরপত্রও মূল্যায়ন করছেন। শুধু তাই নয়, ফি বছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী পাসও করছে। এভাবেই ৩টি বছর পার হয়ে চলছে চতুর্থ বছর। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জোড়াতালি দিয়েই ৪ বছর ধরে চলছে এই সৃজনশীল পদ্ধতি।

এই পরিস্থিতিটা কারিগরি শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন নিয়ে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বিশ্বব্যাপী এই পদ্ধতিটি অত্যাধুনিক হিসেবে স্বীকৃত। প্রথম বছর সাধারণ শিক্ষায় এসএসসি পর্যায়ে এটা চালু করা হয়। পরে তা মাদ্রাসায়ও প্রয়োগ করা হয়। ২০১১ সালে এসে কারিগরি বোর্ডের অধীন এসএসসি ও দাখিল প্রথম পর্বে (নবম শ্রেণী) ও পরে এইচএসসি পর্যায়েও চালু করা হয়। চতুর্থ বছরে এসে ২০১৪ সালে কারিগরি বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কাল শুরু হবে বোর্ডটির এইচএসসি ভোকেশনাল ও বিএম (ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষা জানা গেছে,

পদ্ধতি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পদ্ধতি : ৪ বছর ধরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারা দেশে ৩ হাজার ৮৮০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ১৯৭টি এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল, ৬৪টি এইচএসসি ভোকেশনাল এবং ১ হাজার ৬১৯টি এইচএসসি-বিএম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষক। সাধারণত কারিগরি বোর্ডের ভোকেশনাল পর্যায়ের শিক্ষা নবম শ্রেণী থেকে শুরু হয়। নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাটি কেন্দ্রীয়ভাবে সারা দেশে একসঙ্গে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার সঙ্গেই নেয়া হয়।

কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবুল কাশেম জানান, ২০১১ সালে তার বোর্ডের অধীন এসএসসি প্রথম পর্ব বা নবম শ্রেণীতে অন্যান্য বোর্ডের ন্যায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। সেই থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এসএসসি ভোকেশনালে এই পদ্ধতিটি চলছে। সর্বশেষ এবার বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ধর্ম, আত্মকর্মসংস্থান ও রসায়ন এই বিষয়গুলোর ২টি করে পত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। আর আগামীকাল শুরু হওয়া এইচএসসি ভোকেশনাল ও এইচএসসি-বিএমেও থাকছে সৃজনশীল পদ্ধতি। এর মধ্যে এইচএসসি-বিএমে বাংলা-১, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্সে বাংলা-১ এবং এইচএসসি ভোকেশনালে বাংলা, পদার্থ ও রসায়নের ৫টি পত্রে থাকছে সৃজনশীল পদ্ধতি।

এদিকে কারিগরি বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বিষয়ে এভাবে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হলেও শিক্ষকদের এখনও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। কারিগরি বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল চালু রয়েছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান পটুয়াখালীর বাউফলের বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জাহানারা বেগমের কাছে জানতে চাইলে বলেন, সাধারণ শিক্ষার শিক্ষকদের এসইএসডিপি (মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প), টিকিউআই (শিক্ষক মান উন্নয়ন) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও কারিগরি স্তরের শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হয় না। এ অবস্থায় স্কুল চালানো খুবই ঝুঁকি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেহেতু ভোকেশনালের ছাত্রীরাও তাদেরই সন্তান। তাই তাদের পাস করিয়ে নেয়ার জন্য সাধারণ শাখার শিক্ষকদের পাঠিয়ে সৃজনশীল বিষয়ের ক্লাস নেয়া হয়। এভাবেই জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাধারণত যে ছাত্রীটি দুর্বল, তাকেই ভোকেশনালে জোরপূর্বক পাঠানো হয়। এ অবস্থায় যদি শিক্ষকরাও প্রশিক্ষণবিহীন থাকেন তাহলে দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না।

এ ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেমের কাছে জানতে চাইলে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি জানান, যদিও চার বছর ধরে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছেন তারা, কিন্তু তার শিক্ষকদের এ বিষয়ে একদম প্রশিক্ষণ দেননি, তা নয়। বোর্ডের উদ্যোগে ৩ দিন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তবে তিনি নিজেও তাতে সন্তুষ্ট নন। আসলে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে তাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিটি [illegible] এসইএসডিপি। ওই [illegible] শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালককে চিঠি দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক (পিডি) রতন কুমার রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, এটা সত্য যে কারিগরি বোর্ডের অধীন শিক্ষকদের তারা প্রশিক্ষণ দেননি। কিন্তু এর মূল কারণ তাদের প্রকল্পটি মাউশির। কারিগরি বোর্ডের আলাদা অধিদফতর রয়েছে। তাছাড়া তাদের প্রকল্পের প্রশিক্ষণ অংশে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। তবে তারা ওই বোর্ডকে বিশেষজ্ঞ এবং মাস্টার ট্রেইনার দিয়ে সহায়তা দিয়ে আসছেন বলে জানান। শিক্ষাসচিব ড. মোহাম্মদ সাদিকের কাছে জানতে চাইলে বলেন, কারিগরি বোর্ডের শিক্ষকদের একদম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, তা নয়। তবে প্রশিক্ষণ কম দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সবাই প্রশিক্ষণ পাবেন।

এসইএসডিপির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পটি মূলত মাউশির। কারিগরি বোর্ড কারিগরি অধিদফতরের অধীনে হওয়ায় এসইএসডিপির অর্থায়নে প্রশিক্ষণে পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। সম্প্রতি এসইএসডিপির মেয়াদপূর্তিতে নতুন করে সেসিপ নামে কার্যক্রম চালু হয়েছে। কিন্তু সেসিপের মধ্যেও কারিগরি বোর্ডকে প্রশিক্ষণের অধীনে রাখা হয়নি বলে প্রকল্পটির পরিচালক জানান। এ ব্যাপারে শিক্ষাসচিব বলেন, যেহেতু একই মন্ত্রণালয়ের আলাদা দুটি বিভাগ আর তাদের কার্যক্রম ভিন্ন। তাই এতে প্রশিক্ষণে বাধা থাকার কথা নয়। [illegible] এ ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।